নির্জন স্থানে প্রার্থনা

মার্ক ১:৩৫-৩৯

প্রার্থনা বিশ্বাসীর জীবনে শ্বাস-প্রশ্বাস। যীশু তাঁর জীবনে এই আদর্শ আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন। তাই, কেবল এখানে নয়, মার্কের লেখা সুসমাচারের অন্যান্য অংশেও (৬:৪৬, ১৪:৩২) আমরা লোকদের ত্যাগ করে যীশুকে নির্জনে প্রার্থনা করতে দেখি। এইভাবে তিনি তাঁর জীবনে কাজ, বিশ্রাম ও প্রার্থনার ধারাকে বজায় রেখেছিলেন। প্রত্যূষে এইভাবে প্রার্থনা যীশুর ইহুদি পটভূমিকার (গীত ৫:৩, ৮৮:১৩) সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সম্পূর্ণ মানব-প্রকৃতিকে তুলে ধরে। অর্থাৎ, পরীক্ষা-প্রলোভন বা কঠিন পরিস্থিতিতে বা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় যীশু পিতা ঈশ্বরের কাছে শক্তি ও নির্দেশ গ্রহণ করেছেন।

এর পূর্বে, আমরা অধ্যাপকদের উপর (২১-২২ পদ), মন্দ আত্মাদের উপর (২৩-২৮ পদ) ও জরা-ব্যধির উপর (২৯-৩৪ পদ) যীশুর ক্ষমতার প্রকাশ দেখেছি। কিন্তু এখানে আমরা এই ক্ষমতার উৎসস্থলের সঙ্গে পরিচিত হতে চলেছি। যীশুর এই ক্ষমতার উৎসস্থল কোনও মানুষ বা শিক্ষা বা ইন্দ্রিয়জাল বা সরকার নয়, কিন্তু স্বয়ং ঈশ্বর। যীশুই যে ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাত মশীহ, তা যীশুতেতাঁর ক্ষমতার প্রকাশের দ্বারা ঈশ্বর সাক্ষ্য দিয়েছেন। যোহনের লেখা সুসমাচারে যীশু বার বার এমন কথা বলেছেন, ***"আমি আমার ইচ্ছা (কার্য) সাধন করবার জন্য নয়, কিন্তু যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তাঁর ইচ্ছা (কার্য) সাধন করতে আমি স্বর্গ থেকে নেমে এসেছি"*** (যোহন ৪:৩৪; ৫:৩০; ৬:৩৮; ৮:২৬; ৯:৪; ১০:৩৭-৩৮; ১২:৪৯-৫০; ১৪:৩১; ১৫:১০; ১৭:৪)। যীশু সর্বদা তাঁর ক্ষমতার উৎসস্থল হিসাবে পিতা ঈশ্বরকে নির্দেশ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে, যীশু ও পিতা ঈশ্বর এক। তিনিই সকল শক্তি ও ক্ষমতার উৎসস্থল। তাই, জনতার কোলাহল থেকে নিজেকে মুক্ত করে নির্জনে পিতার সঙ্গে সময় কাটাতে যীশু কখনও ভুলে যেতেন না।

এখানে আমরা যীশু তথা প্রতিটি বিশ্বাসীর পরিচর্যা-কার্যের চাবিকাঠিকে দেখতে পাই। কার্যকর পরিচর্যার চাবিকাঠি হল প্রার্থনা। যীশু সর্বদা প্রার্থনার জন্য লোকদের কাছ থেকে নিজেকে পৃথক করতেন। এখানে আমরা যীশুকে অতি প্রত্যূষে একাকী নির্জনে প্রার্থনা করতে দেখছি। এইভাবেই তিনি পিতার সঙ্গে যোগাযোগ করতেন ও তাঁর জীবনের জন্য পিতার নির্দেশ গ্রহণ করতেন, পিতার ইচ্ছা ও কার্য সাধন করার জন্য ক্ষমতা পেতেন।

১। যীশুর প্রার্থনার সময়

যীশুর জীবনে প্রার্থনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল। তাই, প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সময় আমরা তাঁকে প্রার্থনা করতে দেখি। তাঁর বপ্তিস্মের সময় তিনি নিজে প্রার্থনা করেন (লুক ৩:২১), বারোজন শিষ্যকে মনোনীত করার আগে (লুক ৬:১২), পাঁচ হাজার লোককে খাওয়ানোর আগে ও পরে (মার্ক ৬:৪১, ৪৬), শিষ্যদের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার আগে (লুক ৯:১৮), তাঁর রূপান্তরের সময় (লুক ৯:২৮), শিষ্যদের প্রার্থনা শেখাবার আগে (লুক ১১:১), লাসারের কবরের সামনে (যোহন ১১:৪১), শেষ ভোজের পূর্বে (যোহন ১৭), গেৎসিমানী বনে (মার্ক ১৪:৩২), ক্রুশের উপর থেকে (লুক ২৩:৩৪), পুনরুত্থানের পর (লুক ২৪:৩০)। কেবল এই সমস্ত সময়ে যে তিনি প্রার্থনা করেছিলেন, এমন নয়; কিন্তু এগুলি তাঁর বৃহত্তর প্রার্থনাশীল জীবনের কয়েকটি উদাহরণ মাত্র।

২। যীশুর প্রার্থনার নমুনা

"হে পিতঃ, হে স্বর্গের ও পৃথিবীর প্রভু, আমি তোমার ধন্যবাদ করিতেছি . . . শিশুদের নিকট প্রকাশ করিয়াছ" (মথি ১১:২৫, ২৬)।

"তোমার ধন্যবাদ করি, তুমি আমার কথা শুনিয়াছ. . . , ইহারা বিশ্বাস করে যে, তুমি আমাকে পাঠাইয়াছ" (যোহন ১১:৪১, ৪২)।

"পিতঃ, সময় উপস্থিত, তোমার পুত্রকে মহিমান্বিত কর, যেন পুত্র তোমাকে মহিমান্বিত করে . . ." (যোহন ১৭ অধ্যায়)।

"পিতঃ, যদি সম্ভ ব হয় . . . তথাপি আমার ইচ্ছা নয়, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক।" (মথি ২৬ঃ৩৯, ৪২)।

"পিতঃ, এদের ক্ষমা কর, কারণ এরা কী করছে তা জানে না . . . তোমার হাতে আমার আত্মা . . ."(লুক ২৩:৩৪, ৪৬)।

তিনি তাঁর শিষ্যদের প্রার্থনা করতে উৎসাহিত করেছেন (মার্ক ৯:২৯; ১৩:১৮, ৩৩; ১৪:৩৮)। আবার কীভাবে প্রার্থনা করা উচিত বা উচিত নয়, তাও তিনি শিষ্যদের শিখিয়েছেন (মথি ৬:৬-১৫)। যীশু নিজে পিতার কাছে প্রার্থনা করেছেন, আমাদের একইভাবে প্রার্থনা করতে বলেছেন, আমাদের প্রার্থনা করতেই হবে। তাঁর নিজের যদি প্রার্থনার প্রয়োজন হয়ে থাকে, তাহলে, আমাদের কত না বেশি প্রয়োজন! ঈশ্বরের ক্ষমতা লাভের উপায় হল প্রার্থনা! যীশুর জীবনে প্রার্থনার ভূমিকা সম্বন্ধে ইব্রীয় ৪:১৪-৫:১০ পদে বিশেষ করে ৫:৭ পদে সুন্দর ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। এই সত্য উপলব্ধি করে আমরা যেন একইভাবে সাহসপূর্বক তাঁর অনুগ্রহ সিংহাসনের কাছে উপস্থিত হই (ইব্রীয় ৪:১৬)।

আমরা কি যীশুর আদর্শ মেনে চলি? আমরা কি প্রার্থনার গুরুত্ব উপলব্ধি করেছি? আমরা কি প্রার্থনাশীল জীবনযাপন করি? আমরা কি জীবনের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে তাঁর কাছে উপস্থিত হই? আমাদের প্রার্থনায় আমরা কি তাঁকে ধন্যবাদ জানাই? তাঁর গৌরব করি? তাঁর ইচ্ছা পালন করতে আগ্রহ প্রকাশ করি?